দৈনিক জনকণ্ঠ

27

তারিখ ... FEB 15 2000 ...
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩ ......

বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র শিক্ষক অ

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কর্তাদের বড় বড় ঘর। শিক্ষকদের অল্প পরিসরগুলো নোংরা, বিশ্রী আসবাবে বিকট। আজ সাত বছর হলো আমার টেবিল থেকে আস্ত ড্রয়ার কোন চোর তুলে নিয়ে গেছে– সব টিউটোরিয়াল রেকর্ড শুদ্ধ। আমি নিজে উদ্যোগ না নিলে ও টেবিল জীবনেও বদলানো হবে না। প্রশাসনের যিনি এস্টেট অফিসার তাঁর কর্তব্য কোথায় কি লাগবে তার তদারক করা। দুটো অমূল্য নর্টন সঙ্কলন আমার টেবিল থেকে দু'বার চুরি গেছে। এখনও অন্যান্য শিক্ষকের কক্ষ থেকে বইপত্র চুরি যাচ্ছে। প্রশাসনের দারুণ উদাসীনতা এসব ক্ষেত্রে। শিক্ষকরাও উচ্চবাচ্য করেন না। মৌন মিছিল বের করে তাঁরা এত মৌনি হয়েছেন যে তাঁরা কোন ব্যাপারেই সাহসী এবং সোচ্চার ভূমিকা পালন করতে নারাজ। অথচ অতীতে সব পরিস্থিতিতে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করতেন তাঁরাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ, শিক্ষার মান উন্নত করতে পারেন সমবেতভাবে একমাত্র তাঁরাই। শিক্ষক সমিতি খুব সক্রিয়। ভিতরের প্রশাসনিক কাঠামো আরও শক্ত এবং চলিষ্ণু হলে হয়তবা অবস্থা অন্যরকম হতে পারে।

হলগুলোতে ছাত্রছাত্রীদের খাবারের মান অত্যন্ত নিম্নমানের। অন্য খাতে ব্যয় কমিয়ে ছাত্রাবাসের সুযোগসুবিধা বর্ধন এবং খাবারের উন্নয়ন বেশি প্রয়োজন। প্রশাসনিক ভবনে হলগুলোতে মৌসুমী ফুলের বাহার, কেবল আমাদের হতভাগ্য আর্টস ফ্যাকালটি পুষ্পিত উদ্যান থেকে বঞ্চিত। মালী নিশ্চয়ই আছে। অবহেলা আর উদাসীনতা মনে হয় আমাদের জাতীয় সত্তার শিরার শিরায় এমন প্রবহমান। এগুলো নিয়ন্ত্রণ ও শাসন যাদের করার কথা তাঁরা কোথায়, কী নিয়ে ব্যস্ত? ব্রিটিশদের ফেলে যাওয়া অবকাঠামো কোন মতে দাঁড় করিয়ে রেখেছেন এঁরা। কোন রকম নতুন প্রাণ সঞ্চারণ আর হচ্ছে না। যান্ত্রিক নিয়ম আর প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে অনিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে এক অদ্ভুত প্রহসন। যে বিশ্ববিদ্যালয়টিকে সগর্বে প্রাচ্যের অক্সফোর্ড বলা হয়, সেখানে ছাত্র-শিক্ষক দুই দলই অবহেলিত। শিক্ষকদের শ্রীহীন ঘর, ছোট ছোট খুপড়িতে দু'জন, ছাত্রাবাসের অপর্যাপ্ততা এবং বাজে খাবার, পাখাহীন ঘর, দিনে ক্লাস চলাকালে স্বাস্থ্যকর ক্যান্টিনের অভাব, বর্তমান ক্যান্টিনের নোংরা রান্নাঘর এগুলো কারও চোখে পড়ে না কেন? রোকেয়া হলের প্রাধ্যক্ষ থাকাকালীন আমি নিয়মিত রান্নাঘরে যেতাম। আমার আমলে খাবারের উন্নয়ন ঘটাতে পেরেছিলাম। খাবারের চুক্তি যাদের সঙ্গে তাদের চোখে চোখে রাখতাম। উৎসবে পিঠে তৈরি হতো। প্রচুর আনন্দ পাওয়া যেত। আমার উদ্যোগগুলোর জন্যই হয়ত আমি পদত্যাগ করার পর শত শত ছাত্রী অনশন করার সিদ্ধান্ত নেয়। আমি অবশ্য তাদের বিরত করি অনেক কষ্টে। ছাত্রীদের জীবনের চাইতে পদ তো বড় নয়।

সুকণ্ঠ, সুলেখক ফরহাদ খানের চিত্র ও বিচিত্র, রম্যরচনায় রাসপুটিন পর্বটি উল্লেখযোগ্য। ইউরোপীয় পরিবেশ আয়ত্ত করতে পারেন এখানে কম লেখক। ফরহাদ খান এ ব্যাপারে পটু। দীর্ঘকাল জার্মানিতে ছিলেন। না থাকলেও চলত। কারণ ভিন্ন প্রচ্ছদ নিরীক্ষণে ক্ষমতা মজ্জাগত শক্তি। সবার দ্বারা ওটা হয় না। তাই বাস্তবে, নাটক ও সাহিত্যে বিদেশী ভাব নির্ভুলভাবে ফোটাতে অনেকেই ব্যর্থ হন। অথচ অতীতে আমাদের এখানেও বৈদগ্ধ্য ছিল– যার গুণে লেখকরা অনায়াসে ভিন্ন কৃষ্টিকে ঠিকভাবে প্রকাশ করতে পারতেন। এখন প্রতীয়মান হয় একটা অনাকাঙ্ক্ষিত গ্রাম্যতা। এই দল স্যুটই পরুক আর কাঁটা চামচ হাতে নিক বা বিলেতে থাকুক, কাঠ বাঙ্গাল ছাড়া তারা আর কিছুই নয়। অথচ দেখুন আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক খান সারওয়ার মুর্শিদকে অথবা শহীদ মুনীর চৌধুরীকে। খাঁটি বাঙালী হয়েও চৌকস। বিদেশী আচার ব্যবহারে অভিজ্ঞ, অথচ পায়জামা, পাঞ্জাবি, চাদরেও সহজ। এই হলো ব্যক্তিত্বের পূর্ণতা। আধময়লা জিন্স পড়ে, আর হ্যামবার্গার চিবিয়ে বাঙ্গাল যদি ভাবে সে সাহেব হয়ে গেছে, তবে সে ভীষণ ভুল করবে। সাহেবিয়ানার অনেক নিয়ম কানুন। অনেক সূক্ষ্ম ভদ্রতার ব্যাপার আছে তাতে। মহিলাদের প্রতি শিষ্টাচারঃ তার অন্তর্ভুক্ত। তবে অনেক জাতের তুলনায়, বাঙালী পুরুষ-নারী ভদ্র। একটু কষ্ট করে আন্তর্জাতিক ভদ্রতা অর্জন তাদের জন্য এমন কিছু কঠিন নয়, মনোযোগ আর নিষ্ঠার অভাবে ঘটেছে বর্তমানের অধঃপতন। বঙ্গবন্ধু আর শেখ হাসিনার ব্যবহারে একটা সঃ আন্তর্জাতিকতা থাকায় বিদেশে তাঁরা আমাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করে আবার সে সম্মান ক্ষুণ্ন হয়েছে অন্যদের উগ্রতায়। উচ্চাসনে বসলে অতিশোভন। নুরুল হক মেহেদী প্রশ্ন তুলেছেন, থার্টি ফার্স্ট না বৈশাখ, আমি তো আমাদের কৃষ্টিতে থার্টি ফার্স্টের কোন স্থান দেখি না দিনটি নিয়ে অহেতুক আদিখ্যেতায় তরুণরা ক্ষেপে ওঠে অসদাচরণ করেছে। এখন এই এত বিলম্বে শুরু হয়েছে বাঙ্গালের সেন্ট ভ্যালেন দিবস নিয়ে হৈ-চৈ। টেলিভিশনে যেমন বহু পচা বিদেশী লেখ

মন্তব্য

রাজিয়া খান

অর্বাচীন বাণী উদ্ধৃত করা হয় তেমনি কতকগুলো পত্রিকা ইত বিদেশীর জন্মদিন ইত্যাদির তারিখ ছাপায়। একমাত্র জনকণ্ঠে দেখি বচন এবং উপমহাদেশীয় মহাপুরুষদের বাণীর উদ্ধৃতি। ভাল লাগে হয়।

স্বাধীনতার পরেই তো রাস্তাঘাটের নাম হয়েছে মোগল রাজরানীদের অথচ ডঃ শহীদুল্লাহ, আবুল হাসান, আরজ আলী মাতুব্বর, শহীদ পারভীন, ডঃ ফজলে রাব্বি, ডঃ আলীম, রনদা সাহা, গোবিন্দদেব জ্যোতির্ময় ঠাকুরতা এঁরাও তো রয়েছেন, আর হওয়া উচিত রাস্তা আন্দ্রে মালরর নামে যিনি বৃদ্ধ বয়সে ফ্রান্স থেকে ছুটে এসেছিলেন আ মুক্তিযুদ্ধে সহযোগিতা করতে। নাম হওয়া উচিত মাসকারিনাসের না সাংবাদিক পৃথিবীর সামনে বাংলার অত্যাচারিত মানুষের ছবি ধরেছিলেন। কামরুল হাসান, জয়নাল আবেদীন, হামিদুর রহমান, মুতী, ফররুখ আহমদ– এ রকম শত শত রত্ন রয়েছেন যাঁদের নামে পারে আমাদের রাজপথগুলোর নাম।

সেদিন বাংলা একাডেমীর কিছু শৈথিল্যে আমি রেগে আগুন। আমার প্রশমিত করতে সৈয়দ আনোয়ার হোসেন উপহার দিলেন কামরুল তা জীবনী। এতে তাঁর ছোট গল্পের উল্লেখ আছে বলে মনে হলো না। ভা পড়ে দেখতে হবে। রথখোলার চিলেকোঠায় যার মেঝে ছিল টকটকে ঐ গল্পগুলো আমাকে দেখিয়েছিলেন। শেষ দেখা টেলিভিশনে।

...মে এক ব্যক্তিকে যাবজ্জীবন সশ্রম ...রাদণ্ড দিয়েছেন।

...৯৮ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর আসামী ...ানীশংকৈল থানার কুমুরিয়া গ্রামের এক ...বালিকাকে ওড়না দিয়ে মুখ বেঁধে ধর্ষণ ...রে।

দুই দিনমজুর বিদ্যুত স্পৃষ্টে

...রায়ণগঞ্জ থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ॥ ...বিবার দুপুরে শহরের কালিবাজার এলাকায় ...নতলা থেকে বাসা বদলের জন্য মালামাল ...মানোর সময় ২ দিনমজুর বিদ্যুতস্পৃষ্ট ...য়েছে। তাদের আশঙ্কাজনক অবস্থায় ঢাকা ...মডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো ...য়েছে। কালিরবাজার এলাকার মোবারক ...হাসেনের বাড়িতে এ ঘটনা ঘটেছে।

একুশের বইমেলায় অরবিন্দ রায়ের
...পন্যাস ■ নীল থেকে নীলাঞ্জনা
...মণবৃত্ত ■ সেই বাড়ি সেই পথ
...চিশীল পাঠকের জন্য অনন্য উপহার
...প্তিস্থান ■ আফসার ব্রাদার্স, মেলার
...উত্তর প্রান্ত।
...পি-১৮৯৬/০০

NEXGEN
SAT I&II TOEFL
...BA GMAT GRE
...hurshid Alam MBA (BORDA) A-6/2 Lalmatia
☎ 811 84 84, 812 55 56, 812 53 43

মোবাইল ফোন
দেশের বিভিন্ন এলাকার মোবাইল ব্যবহারকারী ভাইদের জন্য সুখবর
মোবাইল ও টেলুলার ব্যবহারে নিয়মিত সংযোগের জন্য অত্যাধুনিক এন্টিনা ব্যবহার করুন।
পরিবেশক
প্রিন্স ভিডিও এণ্ড টেলিকম
স্টেশন রোড, ঘোড়াশাল, নরসিংদী
ফোন : ০৬২৫৪-৩২৩, ০২-৯০৪৪০৫২, ০১৭-৬৮৮১২৯

লিগ্যাল নোটিশ

আমার মক্কেল তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি ক্রয়ের জন্য তফসিল বর্ণিত সম্পত্তির মালিকদের সহিত বায়নাপত্র করিয়াছে। যদি তফসিল বর্ণিত সম্পত্তির বিষয়ে কাহারো কোন দাবী-দাওয়া বা পাওনা থাকে তাহলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৭ (সাত) দিনের মধ্যে নিম্নঠিকানায় যোগাযোগের জন্য বলা হইল।

তফসিল

সিএস খতিয়ান ৭৭৬/১, দাগ ৪১৬৯, ৪১৭১, ৪১৭২ ও ৪১৭৩, এসএ খতিয়ান ৩৯০৪, দাগ ৫০০৭, ৫০১৩ ও ৫০১৪।
৫১৪৮